তারিখ 19 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

কালের কণ্ঠ

২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা!

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

২০১৬ সালের মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষা। কিন্তু কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হল ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্র। আর ওই প্রশ্নপত্রেই দিব্যি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছে ২০ পরীক্ষার্থী। এমন ঘটনাই ঘটেছে গতকাল বৃহস্পতিবার গাজীপুরের শ্রীপুর মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দে ।

ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর কেন্দ সচিব, সহকারী কেন্দ সচিব, দুইজন কক্ষ পরিদর্শককে বহিস্কার ও কেন্দ পরিদর্শককে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই ২০ পরীক্ষার্থীর জন্য 'বিশেষ বিবেচনা'র করতে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছেন।

গাজীপুরের শ্রীপুর মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে ২০ পরীক্ষার্থী ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েছে

জানা গেছে, গতকাল মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের রসায়ন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ব্যবসায় উদ্যোগ ও মানবিক বিভাগের পৌরনীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষকরা জানান, সকাল ১০টা ৪০মিনিটে নৈর্ব্যেক্তিক পরীক্ষা শেষ হলে সকাল ১১টায় পরীক্ষার্থীদের কাছে রচনামূলক প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেন কক্ষ পরিদর্শকরা। ওই সময় মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দে র জেএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ব্যবসায়শিক্ষা বিভাগের ২০জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের ২০১৬ সালের প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে ২০১৪ সালের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। তাৎক্ষণিক কক্ষ পরিদর্শকসহ পরীক্ষার্থীরাও বিষয়টি বুঝে ওঠেতে পারেনি। সরবরাহ করা ওই প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্র লেখে জমা দেয়। পরীক্ষা শেষে অভিভাবকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়লে তোলপাড় শুরু হয়।

তবে দু বছর আগের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ সচিব শাহজাহান সিরাজ বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।'

এই ব্যাপারে শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান জানান, ঘটনা জেনে ওই পরীক্ষাকেন্দে র কেন্দ সচিব শাহজাহান সিরাজ, সহকারী কেন্দ সচিব মোখলেসুর রহমান, কক্ষপরিদর্শক মুকবুল হোসেন ও ইসমাইল হোসেনকে বহিস্কার করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ পরিদর্শক উপজেলা কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা আবদুল মুয়ীদকে প্রত্যাহার করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এমদাদুল হককে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইউএনও আরো জানান, ওই ২০পরীক্ষার্থীর বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার জন্য গতকাল রাত ৮টায় ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।